স্বপ্ন দেখো মানুষ

জন মার্টিন

বাংলাদেশ শ্রীলংকার সাথে সেদিন ভালো খেলেনি। সবার মন খারাপ হয়েছে। হবারই কথা। দেশ নিয়ে যখন সবাই কেবল উদ্বেগ আর হতাশা নিয়ে প্রতিদিন কথা বলে - ঠিক তখনই এই এগারজনের দল আমাদের নাড়া দিল। আমরাও আবার ভাবতে চাইলাম - আমরাও পারি। কিন্তু আমাদের চাওয়ার তো শেষ নেই। দেশের জন্য ভালো কিছু হোক এই নির্ভেজাল চাওয়ার তৃষ্ণায় আমরা চাই আমাদের এই দল প্রতিটি খেলায় জিতুক - তা সে বারমুদা হোক, পাকিস্তান হোক কিংবা শ্রীলংকাই হোক। আমরা সবে বিজয়ের স্বাদ পেতে শুরু করেছি। আহা..কি মধুর সেই স্বাদ। এগারজনের এই দল কেবল আমাদের বিজয়ের স্বাদ দেয়নি। ওরা আমাদের স্বপ্ন দেখানো শুরু করেছে।

ঋভুর কথা দিয়েই শুরু করি। আমাদের এগারো বছরের ছেলে । বুদ্ধিমান ,তীক্ষ্ণ এবং খুব যুক্তি দিয়ে কথা বলে। স্কুলের যাবতীয় কাজে ওর হাত উঠে সবার আগে। গত এক বছর ধরে ও ক্রিকেট খেলা নিয়ে ভীষন সিরিয়াস। ওকে ক্রিকেটার হতেই হবে। আমি সাত পাঁচ করে বুঝাই যে ক্রিকেটার ছাড়াও আরো অনেক কিছু হওয়া যায়। ঋভুর 'ইচ্ছা-তালিকায়' ল'ইয়ার থেকে শুরু করে ম্যাকডোনাসল্ডের ম্যানেজার হওয়ার সকল স্বপ্নই রয়েছে। সর্বশেষ যোগ হলো ক্রিকেটার হওয়া। আমি কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করি "আচ্ছা তুমি বাংলাদেশের হয়ে খেলবে?" ঋভু যুক্তি দিয়ে বোঝায় কেন ও বাংলাদেশের হয়ে খেলবে না। কারন অনেক– ওদের প্র্যাকটিসের সব ধরনের ইকুইপমেন্ট নেই, ভাল কোচ নেই, ভাল অভিজ্ঞতা নেই। ওর কথা হলো বাংলাদেশের হয়ে খেললে বেশী শাইন করা যাবে না। আমি দেশ প্রেমের আবেগ ভরে একটু কথা বললে কেবল আমাকে খুশী করার জন্য বলে "ঠিক আছে তুমি বললে খেলবো। কিন্তু বাংলাদেশ যদি অষ্ট্রেলিয়ার এগেইনষ্টে খেলে তাহলে কিন্তু আমি অষ্ট্রেলিয়ার জন্যই খেলবো।"

ঋভু পাঁচ বছর বয়সে আমাদের সাথে প্রবাসী হয়েছে এর পর বাংলাদেশের সাথে ওর যোগাযোগ ঐ টেলিফোন আর আমাদের কাছ শোনা গল্পের মধ্য দিয়ে। ও জানে আমাদের নিরাশার কথা। ও বুঝে আমাদের কষ্টের কথা। দেশটার করুন অবস্থার কথা শুনে আর অষ্ট্রেলিয়ার বাচ্চাদের মত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে যে বাংলাদেশে এত খারাপ ঘটনা ঘটছে - কেউ কিছু করেনা কেন? হরতাল আর দুই নেত্রীর ঝগরা বিবাদের কথা শুনে আরো বিরক্ত হয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। প্রবাসের অধিকাংশ বাঙ্গালী প্রজন্মের বোধহয় এই একই অবস্থা। বাংলাদেশ, বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে আমরা যেভাবে ধারন করি আমাদের প্রজন্মের কাছে তা হচ্ছে বোরিং একটি বিষয়। আমরা আমাদের দেশ, সংস্কৃতি দিয়ে ওদের স্বপ্ন দেখাতে পারিনা। ঋভু মাঝে মাঝে বলে ও পড়াশুনা শেষ করে কয়েক বছর বাংলাদেশে গিয়ে কাজ করবে ! ঐ টিপিক্যাল বিদেশীরা যা করে। আমাদের দেশে গিয়ে কিছু কাজ ক'রে নিজেরা মহান হবার পায়তারা করে। হায়রে ভাগ্য

আমার সন্তান ও ঐ একই রকম চিন্তা করছে। কিন্তু করবে না কেন? আমরা তো ওদের বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখাতে পারিনি।

ক্রিকেট ঋভুর প্রিয় খেলা। অষ্ট্রেলিয়ার সময় সকাল ৯টায় ঋভু বিছানায় জানালো

-বাবা একটা দারুন ঘটনা হয়েছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে।

আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। বলে কি ? বিছানা থেকে নেমে সোজা ইন্টারনেটে গেলাম। বাংলাদেশের যত পত্রিকা দেখা যায় -দেখলাম। ঋভু ভাল বাংলা পড়তে পারে না। কিন্তু আমি চাচ্ছি ও খেলার সব কিছু জানুক। টাইগাররা কিভাবে হামলা করলো-তা জানা দরকার। ও আমার পিঠের উপর ভর দিয়ে ক্রিকেটের ওয়েব সাইটে গিয়ে এক নি:শ্বাসে সব পড়লো। পিঠের উপড় ওর ঘন নি:শ্বাস টের পাচ্ছিলাম। সব পড়ে ও বললো- 'দেখেছ বাবা ওরা কত ভাল খেলেছে?' তারপর এক দমে আমাকে খেলার ফিচার বুঝিয়ে দিল। আমি বললাম- 'বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে পারলেই আমি খুশী'। ঋভু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো -'কি বলো? বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ানও হতে পারে। লুক এট দ্যা রেকর্ডস।'

আমি অবাক বিস্ময়ে ঋভুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঋভুকে বিড়ালের আদর আর উমে বড় করেছি- কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখাতে পারিনি। কিন্তু এই এগারো জন ঋভুর চোখে স্বপ্ন জুড়ে দিল। ঋভু এই প্রথম ওর জন্মভূমি নিয়ে স্বপ্ন দেখল। আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ফিস ফিস করে জিঞ্জেস করলাম

-তুমি বাংলাদেশর জন্য খেলবে?

ঋভু আস্তে করে বললো -

-ওরা কি আমাকে নিবে?

আমার চোখ ভিজে এলো ! বাছারে, যে স্বপ্ন আমি তোমার চোখে দিতে পারিনি অচেনা এগারোটি মুখ আমার হয়ে তোমার জন্য যে কাজটি করল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো কেমন করে? তোমার চোখে বাংলাদেশ নিয়ে ওরা লাল-সবুজ রংয়ের যে নতুন স্বপ্ন লাগিয়ে দিল আমার জন্য ওটাই বিশ্বকাপ বিজয়।

জন মার্টিন
সিডনী
অভিনেতা, নার্টকার, নির্দেশক
probashimartins@gmail.com